পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)

আহ্‌মদী

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

১৫ই ভাদ্র, ১৩৮১ বাংলা : ৩১শে আগষ্ট, ১৯৭৪ ইং : ৯ই শা'বান, ১৩৯৪ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ২৮শ বর্ষ

আহমদী ৮ম সংখ্যা

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
০	আল-কুরআন	১	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
			সদর মুরুব্বী
০	মেমোর‍্যাণ্ডাম	২	মহতরম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব
			আমীর; বাঃ আঃ আঃ
			অনুবাদ : অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান
০	'বদর' পত্রিকার সম্পাদকীয়	২৬	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
০	সংবাদ	২৮	

মুসলমানের সংজ্ঞা

(১)

"যে কেহ আমাদের ন্যায় নামাজ পড়ে; আমাদের কিবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায় এবং আমাদের জবেহ্ করা প্রাণীর গোসত খায়, তাহার জন্য আল্লাহ্‌র জামিন রহিয়াছে এবং রসুলের জামিন রহিয়াছে; সুতরাং আল্লাহ্‌র এই জামানতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।"

(বোখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল সালাত, পৃঃ ৫৬)

(২)

"সেই ব্যক্তিই মুসলমান, যাহার হাত এবং জবান হইতে মানুষ নিরাপদ থাকে।" (বোখারী ও মুসলীম)

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلی علی رسوله الكريم
و على المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্য্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা :
১৫ই ভাদ্র, ১৩৮১বাং : ৩১শে আগষ্ট, ১৯৭৪ইং : ৩১শে জহুর, ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

কুরআন শরীফের বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়-পরায়নতার সহিত স্বাক্ষ্যদানে দণ্ডায়মান হও এবং কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা তোমাদিগকে যেন কখনও সুবিচার না করায় প্ররোচিত না করে। সুবিচার করিবে। ইহাই তকওয়া বা খোদাভীরুতার বেশী নিকটতর। আল্লাহকে ভয় করিয়া চল। নিশ্চয় আল্লাহ, তোমরা যাহা কিছু কর,, তাহার সম্বন্ধে পূর্ণ খবর রাখেন।

(আল-মায়েদা ঃ ৯)

বল, 'হে কেতাবধারীগণ! তোমরা আমাদের প্রতি ইহা ব্যতীত অন্য কোন কারণ বশতঃ বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতেছ না যে, আমরা আল্লাহর উপরে ও যাহা আমাদের প্রতি নাযেল হইয়াছে এবং যাহা পূর্বে নাযেল হইয়াছে, তাহার উপরও ঈমান আনিয়াছি। অথচ তোমাদের অধিকাংশই অবাধ্য ও পাপাচারী।

(আল-মায়েদা ঃ ৬০)

অনুবাদ ঃ মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

পাকিস্তানে আহমদী-বিরোধী দাঙ্গার প্রতিবাদে

মেমোর‍্যাণ্ডাম

প্রিয় বন্ধুগণ! আপনারা অবগত আছেন যে, সমগ্র পাকিস্তান ব্যাপিয়া আহমদী বিরোধী এক তরফা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিগত মে মাস [১৯৭৪] হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই বর্বর দাঙ্গা সম্প্রতি ভয়াবহ সামাজিক বয়কটের রূপ ধারণ করিয়াছে। নির্যাতন এক্ষনে চরমে পৌঁছিয়াছে। আহমদীদেরকে অমুসলমান সংখ্যালঘু ঘোষণার জন্য আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ক্রমাগত ভাবে ঘনীভূত হইতেছে। সারা দুনিয়ার প্রায় সকল শান্তিকামী ও মানবতাবাদী মানুষের বিবেক এই নৃশংস নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে এবং আজও করিতেছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সাহেবের বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর উপলক্ষে আমাদের জামাতের মহত্তরম আমীর সাহেব (সাল্লামাহুল্লাহুতায়ালা) একটি পনেরো পৃষ্ঠার তথ্য বহুল মেমোর‍্যাণ্ডাম পেশ করিয়াছেন। এই মেমোর‍্যাণ্ডাম বা স্মারক লিপিতে উক্ত অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং সেই সঙ্গে মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার হননের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিধানে ও সর্ব-জন-মান্য নীতি ও কানুনের আলোকে অকাট্য যুক্তি পেশ করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ইহাতে পাকিস্তানবাসী বিকারগ্রস্ত ধর্মোন্মত্ত মানুষ গুলোর বর্বরতম চেহারা উন্মোচিত করা হইয়াছে। ইহাই বস্তুতঃপক্ষে সারা বিশ্বের এক কোটিরও অধিক আহমদী মুসলমানের শোক-সন্তপ্ত ব্যাথাহত হৃদয়ের পক্ষ হইতে একমাত্র প্রামাণ্য প্রতিবাদলিপি, যাহা বহির্বিশ্ব হইতে পাকিস্তান সরকারের নিকটে পেশ করা হইয়াছে। ইহা দেশে বিদেশে শান্তিবাদী মানুষের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। ভারতে কাদিয়ানের সাপ্তাহিক 'বদর' পত্রিকায় এই মেমোর‍্যাণ্ডামের উর্দু তরজমা ফটো সহ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে ইহার গুরুত্ব এবং কার্যকারীতা বিশ্লেষিত হইয়াছে। দেশে এবং বিদেশে আরও বহু পত্র পত্রিকায় ইহার তরজমা ও তথ্যাদি এবং বেতারে খবরাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকার দৈনিক জনপদে এই স্মারকলিপির প্রথমাংশের বঙ্গানুবাদ এবং দ্বিতীয় অংশের সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ হইয়াছিল। বাংলাভাষী ভাই বোনদের সুবিধার জন্য আমরা ইহার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম। —সম্পাদক

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم

জনাবে আলী, উজিরে আজম
ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান

সমীপে—

আমির, জামাতে আহমদীয়া,
বাংলাদেশ

প্রদত্ত—

মেমোর‍্যাণ্ডাম

বিষয়:— (১) পাকিস্তানে শান্তিপ্রিয় নিরপরাধ আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উপরে অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন

এবং

(২) গয়ের আহমদী মুসলমান কর্তৃক আহমদী মুসলমানদের উপরে কুফরের ফতোয়া জারি করিবার দাবী।

জনাবে আলী,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্!

আমি, এই নূতন রাষ্ট্র বাংলাদেশের আহমদীয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে, এই দেশে আপনার প্রথম মোবারক আগমন উপলক্ষে, অপনাকে আন্তরিক খোশ আমদেদ জ্ঞাপন করিতেছি; এবং যথাবিহিত সন্মান পুরঃস্বর জনাবে আলী

সমীপে নিম্নে বর্ণিত বিষয় সমূহ জনাবে আলীর মেহেরবানী ও ইনসাফ পূর্ণ বিবেচনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পেশ করিতেছি, যাহাতে পাকিস্তানে জামাতে আহ্‌মদীয়ার প্রতি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করা হয়। এবং যাহারা নির্যাতীত হইয়াছে—ঘরবাড়ী ও সম্পদ হারাইয়াছে, তাহাদিগকে খেসারত দেওয়া হয় এবং তাহাদিগের পুনর্বাসন করা হয়।

আইনানুগ বিচার কাম্য

জনাবে আলীকে সম্বোধন করিতে যাইয়া আমি মনে করি, আমি শুধু একটি ইসলামী রাষ্ট্রের একজন মুসলিম প্রসাশককেই সম্বোধন করিতেছি না—সেই সংগে একজন আইন ও ইনসাফের ধারক ও বাহককেও সম্বোধন করিতেছি।

পাকিস্তানে শান্তিপ্রিয় নিরপরাধ আহমদী সম্প্রদায়ের উপর ফেরকাগত মতানৈক্যের অজুহাতে অমানুষিক নির্যাতন ও নিপীড়ন।

রবওয়া : আহমদীয়া সদর দফতর

১। ইসলামের আহমদীয়া আন্দোলন একটি বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। বিশ্বব্যাপী পঞ্চাশটি কেন্দ্র-সম্বলিত এই আন্দোলনের সদর দপ্তর পাকিস্তানের রবওয়া শহরে অবস্থিত।

সংখ্যায় আহমদীরা এক কোটির অধিক

২। দুনিয়াব্যাপী এই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা মোট এক কোটির অধিক।

আশি বছরেরও বেশী প্রাচীন জামাত

৩। এই জামাত ৮০ (আশি) বছরেরও অধিক কাল ধরিয়া প্রেম-ভালবাসা এবং আল্লার নিকটে প্রার্থনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং পন্থায় ইসলামের প্রচার কার্য চালাইয়া আসিতেছে।

একটি প্রেমময় সম্প্রদায়-সর্বত্রই প্রীতি ভাজন ও বিশ্বস্ত

৪। আহমদীয়াতের গত ৮০ (আশি) বছরের ইতিহাসে, কোনো দেশেই কোনো আহমদীকে সমাজবিরোধী কিংবা রাষ্ট্রবিরোধী কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হইতে দেখা যায় নাই। তাহারা যে দেশে বাস করে এবং যাহাদের মধ্যে বসবাস

করে, সেই দেশ ও সেই অধিবাসীদেরকে তাহারা ভালবাসে, প্রতিদানে তাহারাও বিশ্বের সর্বত্রই ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা অর্জনে সক্ষম হইয়াছে।

সংকীর্ণচিত্ত উলেমা শত্রুভাবাপন্ন

৫। দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাহারা সংকীর্ণ চিত্ত ও প্রতিক্রিয়াশীল আলেমগণের চক্ষুশূলে পরিণত হইয়াছে। এই সকল আলেম মুক্ত ধ্যান ধারনা ও চিন্তা-প্রগতির প্রতি ঐতিহ্যগতভাবেই বিরূপ। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, ইসলাম একটি প্রগতিশীল সার্বজনীন ধর্ম, স্থবির ও অচল নয়।

১৯৫৩ সালে উলেমার আক্রমণ, এবারে তীব্রতর।

৬। ১৯৫৩ সালে এই আলেম সম্প্রদায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিনা কারণেই সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করিয়াছিল। এবারে তাহারা অধিকতর উন্মাদনা লইয়া অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল ও সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতায় আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। উদ্দেশ্য, পাকিস্তান হইতে এই জামাতকে উৎখাত করা। ১৯৫৩ সালে, তদানীন্তন সরকার ত্বরিৎ ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলে আলেমদের জঘন্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। এই বারেও জনাবে আলী কিছু বিলম্বে হইলেও, শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে, ঐ হীন-কার্যকলাপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই আমাদেরকে জানানো হইয়াছে।

বর্তমানের দাঙ্গা ১৯৫৩ সালের চাইতে প্রবলতর।

৭। বর্তমান জুলুমের বিস্তারিত খবরাখবর এখানে আমরা যাহা জানি, তাহা হইতে জনাবে আলীই অধিকতর বেশী অবগত আছেন। দুঃখের সংগে বলিতেছি যে, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের প্রায় পক্ষকাল বিলম্ব হওয়ার ফলে অনেক মূল্যবান জীবন নষ্ট হইয়াছে; কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হইয়াছে, বহু ঘর-বাড়ী, মসজিদ লাইব্রেরী এবং দোকান-পাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এই ঘটনা পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি কলংকিত অধ্যায়ের সৃষ্টি

করিয়াছে। বর্তমানের ঘটনাবলীর সামনে ১৯৫৩ সালের ঘটনাবলী অকিঞ্চিৎকর ও ম্লান হইয়া পড়িয়াছে।

জনাবে-আলী ইসলামী সংবিধানের প্রথম প্রণেতা ও প্রশাসক।

৮। জনাবে আলীর পক্ষে ইহা একটি বিশেষ গৌরবের বিষয় যে, বর্তমান যুগে আপনি একটি ইসলামী সংবিধানের প্রথম বিধান-কর্তা এবং একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম প্রশাসক। ইসলাম সকল ধর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহিষ্ণু ধর্ম এবং ইহা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই শান্তি, হেফাজত ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দান করে। এমন কি, একজন সংশয়বাদী অথবা একজন নাস্তিকও একটি ইসলামী রাষ্ট্রে উল্লিখিত সুবিধা সমূহ পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারে।

মুসলমানদের যে একটি মাত্র দল ইস্‌লাম প্রচার করে তাদেরকেই অমুস্‌লিম বলার চেষ্টা হইতেছে পাকিস্তানে।

৯। দুঃখের সংগে লক্ষ্য করিতে হইতেছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে মুসলমানদের মধ্যকার একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাকী সকল মুসলমানদের হাতে নিরাপত্তা লাভে বঞ্চিত হইতেছে। অথচ, হজরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন "সেই ব্যক্তিই মুসলমান যাহার জিহ্বা এবং হস্ত হইতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"—(বোখারী)। সমগ্র মুসলিম জাতির মধ্যে আহমদীরাই এমন একটি ছোট্ট দল, যাহারা ব্যক্তি-জীবনে সত্যিকার ইস্‌লামের অনুশীলন করে, দুনিয়া-ব্যাপী ইস্‌লামের প্রচার করে, বিভ্রান্তকে সৎপথে পরিচালিত করে এবং অমুসলমানদেরকে ইস্‌লামে দীক্ষাদান করে। অথচ তাহাদেরকেই পাকিস্তানে অমুসলমান বলার অপচেষ্টা করা হইতেছে, যদিও পবিত্র কোরআন অনুশীলনকারী ও প্রচারকারী মুসলমানদেরকেই রসুল করীম (সাঃ)-এর সত্যিকার অনুসারী ও সঙ্গী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। পবিত্র কোরআন বলিতেছে, "বল, ইহাই আমার পথ—আমি আল্লার দিকে আহ্বান করি নিশ্চিত জ্ঞানের উপরে দণ্ডায়মান থাকিয়া, আমি এবং যাহারা আমাকে অনুসরন করে। আল্লাহ্‌ই

পবিত্র এবং আমি তাহাদের মধ্য হইতে নহি, যাহারা আল্লার সঙ্গে (তাহাদের) দেবতা গুলিকে অংশী করে।" (১২:১৪০)

কারবালা অনুষ্ঠিত।

পাকিস্তানে এক প্রকারের অভিনব ইস্‌লামের প্রচলন দেখা যাইতেছে, যাহার দরুন সেখানে আহমদীদেরকে অমুসলমান সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরকে লাঞ্ছিত নির্যাতিত করা হইতেছে, হত্যা করা হইতেছে, তাহাদের সহায়-সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হইতেছে, তাহাদের বাড়ী ঘর ধ্বংস করা হইতেছে, তাহাদের মস্‌জিদ ও কোরআন শরীফের অবমাননা করা হইতেছে এবং পোড়াইয়া ছাই করিয়া দেওয়া হইতেছে। এই অত্যাচারকে চরমে পেঁছানো হইয়াছে সামাজিক বয়কোটের মাধ্যমে। পাকিস্তানের প্রায় সকল শহরেই আহমদীদের নিকটে খাদ্যদ্রব্য সহ সকল দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন দুধ, শিশু-খাদ্য, ঔষধ-পত্র প্রভৃতি বিক্রয় করা বন্ধ করা হইয়াছে। রবওয়া শহরে সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করা হইয়াছে। রবওয়ার সঙ্গে সকল পোষ্টাল ও টেলিগ্রাফের সংযোগ পোষ্টাল কর্মচারীরাই ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। এমন কি, টেলিফোন করার সুবিধাও দেওয়া হইতেছে না। এই পরিস্থিতির মধ্যে আবদ্ধ হইবার কথা কি জনাবে-আলী চিন্তা করিতে পারেন? এই মর্মবিদারী পরিস্থিতিতে কি আপনার সরকারের করিবার কিছু নাই? সারা পাকিস্তান জুড়িয়া আহমদীদের উপরে ইহা কি কারবালার আর এক দফা মহড়া নয়? 'বিচার দিবস' কি সত্য নয়? নিকটবর্তী নয়?

১০। দুর্ভাগ্যবশতঃ, পাকিস্তানের সংবিধান জারীর প্রাক্কালে এবং প্রথম বৎসরের মধ্যেই ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আইন ও শৃঙ্খলার অভিভাবক বৃন্দ এবং এই নতুন সংবিধানের ধারক, বাহক ও প্রয়োগকারীবৃন্দ একত্রে দলবদ্ধ হইয়া পাকিস্তানের চেহারাকে কলংকিত করিবার এবং ইস্‌লামের

বিসমিল্লায় গলদ

উজ্জ্বল চেহারাকে মসীলিপ্ত করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, এবং এই করিয়া তাহারা অমুসলিম জগতকে এই অমার্জনীয় ধারনা দান করিতেছে যে, ইস্‌লাম একটি বর্বরতার ধর্ম, এবং মুসলিম জগতকে এই ধারনা দিতেছে যে, পাকিস্তান বুঝিবা (খোদা-না-খাস্তা), ইস্‌লামের গোরস্তানে পরিণত হইয়া যায়।

জনাবে আলীর দায়িত্ব কলংক মোচন করা এবং ধর্মীয় উন্মাদনা বন্ধ করা

১১। এই কলংক কি করিয়া মোচন করা যাইবে এবং কি করিয়া ভবিষ্যতে এই জাতীয় ভিত্রান্ত ধর্মীয় উন্মত্ততা এবং উগ্রতার পুনরাবর্তন বন্ধ করিয়া দেওলা যাইবে, তাহা জনাবে-আলীরই বিবেচ্য।

১২। বাংলাদেশের সরকার সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অবাধ ধর্মীয় স্বাধীনতা, বস্তুতঃ পক্ষে যাহা ইস্‌লাম প্রদত্ত 'ম্যগনা কার্টা', দান করিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দান করিয়াছেন। ইহার ফলে বাংলাদেশে ধর্মীয় উন্মত্ততা এবং ধর্মান্ধতার পায়ে শৃঙ্খল পড়িয়াছে।

সাম্প্রতিক দাঙ্গার কয়েকটি দৃষ্টান্ত

১৩। আমি এখন বর্তমান দাঙ্গার অগণিত শোকাবহ ঘটনাগুলি হইতে কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করিব। এই ঘটনা গুলি হইতে দেখা যাইবে যে, কি ভাবে আহমদীদেরকে জীবনের মৌলিক অধিকার সমূহ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং কি ভাবে ধর্মের এবং প্রশাসনের মূলনীতি সমূহকে নির্বিবাদে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। এই ঘটনাগুলি, যে কোন মানুষকে লজ্জায় নতশির করিয়া দিবে, এবং জনাবে-আলীকেও যথাবিহিত বাবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে স্বদেশের মানবতাকে উদ্ধার করিতে ত্বরান্বিত করিবে।

সকল ধর্ম ও ধর্মীয় ফের্কার প্রতি শ্রদ্ধা

১৪। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, সকল ধর্ম প্রবর্তকের প্রতি সম্মান, সকল ধর্ম গ্রন্থ, ধর্মীয় নেতা, বুজুর্গব্যক্তি, মিশনারী, মস্‌জিদ, মিশন এবং ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান

ফটোগ্রাফি মিথ্যা বলে না

গত মে জুন মাসে ('৭৪) অনুষ্ঠিত আহ্‌মদী বিরোধী দাঙ্গার কয়েকটি দৃশ্য

আংশিক দগ্ধীভূত কোরআন, মসজিদ ও আহমদীয়া লাইব্রেরী, খানেওয়াল।

দগ্ধীভূত আহমদীয়া মসজিদ কবুলা, শাহিওয়াল।

আরিফওয়ালায় খালেদ হাশেমীর বাসগৃহ ও ক্লিনিক লুণ্ঠিত ও দগ্ধীভূত হইতেছে। কর্তব্যরত পুলিশ হাসিতেছেন।

প্রদর্শন ইস্‌লামের মূলশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এই শিক্ষাকে সারা দেশ জুড়িয়া নজীর বিহীন ব্যাপকতায় চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। আহমদীয়া মস্‌জিদ ও লাইব্রেরী হইতে বাহির করিয়া কোরআন করীম এবং পবিত্র হাদীসগ্রন্থ সমূহের অবমাননা করা হইয়াছে। ধ্বংস করা হইয়াছে। মস্‌জীদ ও লাইব্রেরী সমূহে আগুন ধরানো হইয়াছে এবং পোড়াইয়া ছাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জনাবে-আলীর স্মরণকে তাজা করিবার জন্য বলিতেছি যে,

(ক) শরকোটে রাতের অন্ধকারে আহমদীয়া মস্‌জীদ আক্রমন করা হয়। মস্‌জিদের দেওয়ালে লিখিত কোরআন শরীফের আয়াত সমূহ মুছিয়া ফেলা হয়, এবং মস্‌জিদটিকে ভাঙ্গিয়া ধ্বংস্তুপে পরিণত করা হয়। মস্‌জিদের ভিতরে রক্ষিত কোরআন শরীফের সকল কপি বাহিরে আনিয়া প্রথমে অবমাননা করা হয় এবং পরে পোড়াইয়া ফেলা হয়। অতঃপর দাঙ্গাকারীরা মস্‌জিদের ভগ্নস্তুপের উপরে দুই রাকাত 'নফল নামাজ' পড়িয়া তাহাদের আক্রমনের সফলতার জন্য 'শোকরিয়া' আদায় করে। এই নামাজের ইমামতি করেন জনাব বশীর আহমদ।

কোরআন পোড়ানোর এবং মসজিদ ধ্বংসের উল্লাসে নফল নামাজ আদায়

(খ) গোজরায় আহমদীয়া মস্‌জিদ এবং লাইব্রেরী পোড়াইয়া ছাই করা হয়। লাইব্রেরী হইতে কোরআন শরীফ সমূহ বাহির করিয়া আনিয়া পোড়াইয়া ফেলার আগে যথেচ্ছরূপে পদদলিত করা হয় এবং সেই সময় চরম উল্লাস সহকারে বলা হয়, "দেখ, এই হলো আহমদীদের কোরআন।"

কোরআন পদদলিত ও ভস্মীভূত

(গ) খানেওয়ালে স্থানীয় মুবাল্লেগের বাসগৃহ তাঁহার অনুপস্থিতিতে আক্রমন করা হয়। দুষ্কৃতিকারীরা বাড়ীটি ঘেরাও করিয়া রাখে এবং বাটিস্থ ছেলে-মেয়ে, মহিলা-পুরুষ সবাইকে অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখে। ইহার পরে তাহাদের নসীবে কি ঘটিয়াছে, তাহা জানা যায় নাই।

সপরিবারে মুবাল্লেগের গৃহ অবরোধ

আইন ও শৃংখলা রক্ষাকারীদের অবহেলা

লুণ্ঠনের অনুমতি দান

১৫। নাগরীকদের জীবন, জান ও মালের নিরাপত্তা দান করা পুলিসের মৌলিক কর্তব্য। জনাবে-আলীর পুলিশ ও বেসামরিক প্রসাশন কি ভাবে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছে লক্ষ্য করুন :

(ক) খানেওয়ালে দাঙ্গাকারীরা একটি আহমদীয়া বেকারী বা বিস্কুট কারখানা এবং একটি এ্যারেটেড্ ওয়াটার এজেন্সীর উপরে আইন ও শৃঙ্খলার অভিভাবকদের সামনেই আক্রমন চালায় এবং দুষ্কৃতিকারীরা দোকান প্রভৃতির লুণ্ঠন সম্পন্ন করিবার জন্য কতৃপক্ষের নিকটে কিছু সময়ের প্রার্থনা জানায়। কতৃপক্ষ খুশী হইয়া তাহাদিগকে ১০ মিঃ অতিরিক্ত বা ফাউ সময় মঞ্জুর করেন। দাঙ্গাকারী জনতা খুব আনুগত্যের সঙ্গে এই ১০ মিঃ ফাউ সময় ফুরাইয়া যাইবার পূর্বেই তাহাদের লুঠ ও গুণ্ডামীর সকল কাজ সুসম্পন্ন করে।

লুটতরাজের সময় ডি, এস, পি-র ভূমিকা

(খ) লায়ালপুরে দাঙ্গার একদিন পূর্বে পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট স্থানীয় আহমদীয়া জামাতের কাছে স্থানীয় সকল আহমদীর দোকান-পাট ঘর-বাড়ী ও সম্পত্তির পুর্ণ তালিকা চাহিয়া পাঠান। পুলিশের নির্দেশ মত সরল বিশ্বাসে সেই তালিকা দেওয়া হয়। পরদিন যখন ঐ তালিকা মোতাবেক ঘরবড়ী দোকান-পাট ইত্যাদি লুঠ হইতে এবং ধ্বংস হইতে থাকে, তখন উক্ত ডি, এস, পি, সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া আহমদীদেরকে এই নসীহত করেন যে, ঘরবাড়ী দোকান-খামার ইত্যাদিকে লুঠ ও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য আহমদীদের কিছু করা উচিত হইবে না।

আত্মরক্ষা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার।

১৬। আত্মরক্ষার অধিকার প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার এবং ইহার গ্যারাণ্টি যে কোন সভ্য দেশেই দান করা হয়।

আত্মরক্ষায় রাজস্ব মন্ত্রীর বাধা দান

(ক) কিন্তু পাঞ্জাব সরকারের রাজস্ব মন্ত্রী জনাব রানা ইকবালের ভূমিকা লক্ষ্য করুন :—গুজরানওয়ালায় পাইকারী

হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ এবং ধ্বংস সাধন প্রভৃতি স্বচক্ষে দর্শন করার পর তিনি স্থানীয় জমাতে আহমদীয়ার আমীরকে ২-৬-৭৪ তারিখে টেলিফোনে বলেন "আপনাদের বাড়ী-ঘর, দোকান-পাট সহায়-সম্পত্তি প্রভৃতি নির্বিবাদে লুঠ হইতে দেওয়াই আপনাদের উচিত। আত্মরক্ষা এবং নিরাপত্তার জন্য কোনো প্রকারের চেষ্টা করা আপনাদের পক্ষে উচিত হইবে না। আপনারা নিজেরা যদি এ ব্যাপারে কোনো যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে না পারেন, তবে আপনারা আপনাদের জমাতের উর্ধতন মুরুব্বী বা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, যাহাতে তাঁহারা আপনাদের সম্প্রদায়ের সকল লোককে এই সব নির্দেশ দান করিতে পারেন।"

পুলিশ কর্তৃক দুষ্কৃতিকারীর বদলে নির্যাতীত গ্রেফতার

(খ) সারগোধার হাজী জমুদউল্লার ডেন্টাল ক্লিনিক দাঙ্গাকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে ক্লিনিকের ভিতর হইতে ডাঃ হাফিজ মাসুদ এবং অন্যান্যরা আত্মরক্ষার খাতিরে দাঙ্গাকারীদেরকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে দুই রাউণ্ড ফাঁকা গুলি চালানোর অপরাধে লিশ ডাঃ হাফিজ মাসুদ ও তাঁহার সংগীদেরকে গ্রেফতার করিয়া লইয়া যায়। তাহাদের কর্তব্য ছিল দুষ্কৃতিকারীদের দলপতিদেরকে গ্রেফতার করা। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে পুলিশ এই আত্মরক্ষাকারীদের জামিন পর্যন্ত নামঞ্জুর করিয়া দেয়।

দুর্বল ও মজলুমকে রক্ষায় পাঞ্জাবের মুখ্য মন্ত্রীর স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা

১৭। একটি প্রদেশের সর্বোচ্চ প্রশাসকের কর্তব্য হইল জুলুমবাজদের বিরুদ্ধে মজলুম ও দুর্বলকে হেফাজত করা ও নিরাপত্তা দান করা, এবং ইহাই তাঁহার লক্ষ্য হওয়া উচিত, সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। তাঁহার কথা-বার্তা এবং কার্য-কলাপে তাহারই প্রকাশ হওয়া উচিত। অথচ, পাঞ্জাবের মুখ্য মন্ত্রী জনাব হানিফ রামে ঘোষণা করিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহার পক্ষে শতকরা ৯৮ জন গয়ের আহমদীর মোকাবেলায় শতকরা ২ জন আহমদীকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু কিসের অপরাধ?

অপরাধ তো ছিল 'শুধু ফের্কাভিত্তিক মতানৈক্যের'। এই মূখ্য মন্ত্রী মেহেরবানী করিয়া আলেমদের সেই সভাতেও উপস্থিত ছিলেন যেখানে আহমদীদের উপরে কুফরের ফতওয়া দানের দাবী করা হয়, এবং জনগণের কাছে তিনি এই মর্মে ঘোষণাও করেন যে, তিনি এ ব্যাপারে আলেমদের সঙ্গেই রহিয়াছেন। অথচ তখন সমগ্র দেশেই দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল। বস্তুতঃ, আমরা ইহাই লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রশাসনের গোটা শাসনযন্ত্রটাই দুই সপ্তাহকাল ধরিয়া আহমদীদের উপরে জুলুম-সিতম ও নির্যাতন চালাইবার পক্ষে সোল্লাসে উৎসাহ দান করিয়াছে, এবং ইহার স্বপক্ষে তাহারা অজুহাত দেখাইয়াছে যে, ইহাই উপরওয়ালার হুকুম। এক্ষনে বিশ্ববাসী যদি এ কথা ধরিয়া লয় যে, মূখ্য মন্ত্রীটি কার্যতঃ এবং বাহ্যতঃ মজলুমের বিপক্ষেই ছিলেন, তবে সম্ভবতঃ তিনি এই অভিযোগ কিছুতেই খণ্ডন করিতে পারিবেন না যে, তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে আপন কর্তব্য অবহেলা করিয়াছেন এবং আপনার পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদনে ব্যর্থ হইয়াছেন।

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রধান পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা নিরীহ মানুষ, তিনিও আইন প্রয়োগকারীদের উপরে আস্থা রাখিতে পারেন নাই

১৮। সকল সভ্য সমাজে এবং দেশে শান্তিপূর্ণ ও নিছক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান পুরুষকে সম্পূর্ণরূপে সকল প্রকার আক্রমণের উর্ধে স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু, জনাবে-আলীর দেশে আমরা কি দেখিতে পাইতেছি? আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রধান যিনি প্রেম, ভালবাসা সততা ও শান্তির প্রতীক; যিনি জান-মাল ও সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত এমন ক্রোড়াধিক মানুষের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের সর্বময় অধিকারী; যিনি তাঁহার সফরকৃত দেশ সমূহের সকল সাধারণ মানুষ, সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রনায়কদের শ্রদ্ধা ও সম্মানে ভূষিত হইয়া আছেন; যাঁহাকে শান্তি ও প্রেমের পুরুষ হিসাবে পাকিস্তানের জন সাধারণ এবং সরকার যে কোনো বহির্দেশীয় লোক হইতে অধিক বেশী জানেন, তাঁহার মত একজন নীরিহ নিষ্কলুষ

ধর্মপুরুষকেও প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা সমূহের উপর হইতে সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারাইয়া ফেলিতে হইয়াছিল, এবং লাহোরের মাহামান্য উচ্চ আদালতে গ্রেফতার পূর্ব জামিনের জন্য দরখাস্ত পেশ করিতে হইয়াছিল। ইহা পাকিস্তানের প্রশাসনের সম্পর্কে কিরূপ ধারনার সৃষ্টি করে?

আহমদীয়া জমাতকে উৎখাত করার গভীর ষড়যন্ত্র

১৯। উল্লিখিত ঘটনা সমূহের প্রতি দৃকপাত করিলে (অনুরূপ হাজারো ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা আপনি জানেন বা ভবিষ্যতেও জানিতে পারিবেন) যে কেহ এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে না পৌঁছিয়া পারিবেন না যে, পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আহমদীয়া সম্প্রদায়কে উৎখাত করার স্বপক্ষে প্রশাসনেরও মৌন সম্মতি রহিয়াছিল। এই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করা হয় মুলতান হইতে আগত ১৭০ জন মেডিকেল ছাত্রের একটি দলের দ্বারা। ২২-৫-৭৪ তারিখে এই ছাত্রগুলি রবওয়া রেল ষ্টেশন অতিক্রম করার সময় বিনা কারণে অশ্লীল ভাষায় শ্লোগান দিতে থাকে এবং আহমদী মহিলাদেরকে উত্যক্ত করিতে থাকে। ট্রেন ছাড়িবার প্রাক্কালে এই ছাত্র গুলি এই বলিয়া শাসায় যে, "২৯ তারিখে ফিরিবার পথে তোমাদেরকে মজা দেখাইয়া যাইব"। এই কথাটির মধ্যে বহুকথা নিহিত ছিল, এবং পরবর্তীকালে দেশব্যাপী যাহা ঘটিয়া গিয়াছে উহাই তাহার প্রমাণ। বস্তুতঃপক্ষে যখন তাহারা ২৯-৫-৭৪ তারিখে ফিরিয়া আসে, তখন তাহারা পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাস্তায় রাস্তায় ইট পাথর সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে, এবং ট্রেন ষ্টেশনে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই তাহারা তাহাদের জঘন্য ক্রিয়াকাণ্ড শুরু করিয়া দেয়। ফলে ষ্টেশনে উপস্থিত তরুনরা উহাদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। রবওয়া ষ্টেশন মাষ্টার কলহ মিটাইয়া দিলে তাহাদের ট্রেনটি চলিয়া যায়। এক্ষেত্রে ছাত্রদের পক্ষে লাহোর হইয়া মূল রেল লাইন বাদ দিয়া রবওয়া লাইনে চলাচল

করাটাও তাৎপর্যপূর্ণ।

কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হইতেছে যে, আপোষ মীমাংসা হইয়া যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় পুলিশের ডিপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং সুপারিন-টেনডেন্ট সাহেবান পুলিশের ফোর্সের একটি বিরাট দলসহ রবওয়া পৌঁছেন এবং স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবকে হোষ্টেল হইতে একশত ছাত্রকে পাইকারীভাবে গ্রেফ-তার করাইয়া দিতে বলেন। হোষ্টেলে বিদেশী ছাত্র এবং গয়ের আহমদী ছাত্ররাও আছে এবং ছাত্ররা কেহই কোন প্রকার গোলমালে শরীক হয় নাই, কেহই ঘটনার সময় ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল না, জানানো হইলে, ডি, আই, জি সাহেব প্রিন্সিপাল সাহেবকে শহর হইতে ১০০ লোককে ধরাইয়া দিতে বলেন। প্রিন্সিপালের পক্ষে ইহা কি ভাবে সম্ভবপর জানিতে চাইলে, জওয়াবে বলা হয় যে, ইহাই উপরওয়ালার হুকুম, গ্রেফতার করিয়াই জনতাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। অতএব, নাইট গার্ড এবং ফজর নামাজের মুসল্লীদের মধ্য হইতে ৭২ জন লোককে তাহারা খুশীমত গ্রেফতার করেন। অতঃপর সেচ্ছাচারিতার শিকার এই নিরপরাধ মানুষ-গুলিকে চিনিয়টে লইয়া গিয়া উন্মত্ত জনতার হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়। খাতিরজমা দীলের সাধ মিটাইয়া তাহাদেরকে লাঠিপেটা করে এবং ছুরিকাঘাত করে। বস্তুতঃ এখানেই নিহিত ছিল পরবর্তী সকল ঘটনাবলীর সূত্র। ২২/৫/৭৪ তারিখ হইতে শুরু করিয়া জনাবে-আলীর ব্যবস্থা গ্রহণের সময় পর্যন্ত সংঘটিত সকল ঘটনাই একটি মাত্র অবিছিন্ন শৃঙ্খলে গ্রথিত। সুতরাং কেবল রবওয়ার ঘটনাটির তদন্ত করিলে যথেষ্ট হইবে না। সকল ঘটনা, সকল হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ গ্রেফতারি, কোরআনের অবমাননা, মসজিদের ধ্বংস সাধন, ঘরবাড়ী ও সম্পত্তির ধ্বংস ও লুট-তরাজ, মহিলা ও শিশুদেরকে উত্যক্ত ও জব্দ করা ইত্যাদি সকল ঘটনারই

নিরপেক্ষ বিচারপতিদের দ্বারা পুংখানুপুংখ তদন্ত চাই

ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন চাই

যথাযথ এবং পূংখানুপুংখ নিরপেক্ষ বিচার-বিভাগীয় তদন্ত করিতে হইবে; এবং যাহারা মজলুম নির্যাতীত তাহাদের মুক্তি দিতে এবং পুনর্বাসন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আইনের চোখে সাব্যস্ত অপরাধীদের সকলকেই যথোপযুক্ত শাস্তি দান করিতে হইবে।

ইহা জনাবে-আলীর সমীপে বাংলাদেশের জমাতে আহমদীয়ার সনির্বন্ধ প্রার্থনা। আমরা ইতিপূর্বে, এই পূর্ব পরিকল্পিত এক তরফা সংঘবদ্ধ জঘন্য শয়তানী ক্রিয়াকাণ্ডের, যাহা কোন সভ্য দেশে ঘটিতে পারে বলিয়া জগতের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন, তাহার বিরুদ্ধে আমাদের উদ্বেগ, ক্ষোভ, ঘৃনা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি। আমরা পুনরায় জ্ঞাপন করিতেছি এবং সেই সঙ্গে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় এবং পরম প্রিয় খলীফা হযরত হাফেজ মির্জা নাসের আহমদ (আইঃ) এবং তাঁহার পরিবারের মাননীয় সদস্যবৃন্দ এবং এই জমাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর পরিবারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, এবং পাকিস্তানবাসী আমাদের ভ্রাতা ও ভগ্নিবৃন্দের পূর্ণ হেফাজত ও নিরাপত্তার সুব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য জনাবে-আলীর নিকটে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

আমাদের প্রিয় খলীফার, তাঁহার পরিবারের শ্রদ্ধেয় সদস্যবৃন্দের, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর পরিবারে সম্মানিত সদস্যবৃন্দের এবং সমস্ত আহমদীর নিরাপত্তা চাই।

অবশ্য এ ব্যাপারে জনাবে-আলীর পক্ষ হইতে ইতিমধ্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে, সে জন্য আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং আপনার কামিয়াবী কামনা করিতেছি।

———

॥ ২ ॥

আহমদী মুসলমানের উপরে ফতোয়া-এ-কুফর জারী করার জন্য গয়ের-আহমদীদের দাবী

দাবীর দ্বারাই ধর্মমতের স্বীকৃতি

১। ধর্মমত নিরূপনের ক্ষেত্রে মানুষের মৌখিক দাবী এবং আমলকেই নীতি ও মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হয়। কাহাকেও জবরদস্তি ভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী ঠাওরাইবার অধিকার কোন মানুষ বা কোন বিধানের নাই।

পবিত্র কোরানের রায়

কোরান শরীফে আল্লাহতায়ালা বলেন, "বলিও না তাহাকে, যে তোমাকে শান্তির অভিবাদন (সালাম) জানায়, তুমি একজন মোমিন নহ।" (৪ : ৪৯)

মুসলমানের সংজ্ঞা নিরূপন প্রয়োজন

২। আহমদীগণকে কাফের বলা সঙ্গত কিনা, তাহার বিচার করিতে যাইবার পূর্বে যে বিষয়টি একান্তভাবে প্রয়োজনীয় তাহা হইতেছে— পবিত্র কোরান ও হাদীসের আলোকে 'মুসলিম কে' তাহার সংজ্ঞা নিরূপন করা।

মুসলমানের সংজ্ঞা

৩। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রদত্ত সংজ্ঞা মতে "যে কেহ আমাদের ন্যায় নামাজ পড়ে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায় এবং আমাদের জবেহ্ করা প্রাণীর গোস্ত খায়, তাহার জন্য আল্লার জামিন রহিয়াছে এবং রসুলের জামিন রহিযাছে; সুতরাং আল্লার জামানতের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।" (বোখারী)। সুন্নীদের অধিকাংশের ইমাম হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এ ব্যাপারে একটি সহজ সরল নীতি নির্ধারন করিয়া গিয়াছেন; "যে ব্যক্তি কেবলামুখী হইয়া নামাজ পড়ে তাহাকে আমরা কাফের বলিতে পারি না।"

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর রায়

কায়দে আযম প্রদত্ত সংজ্ঞা

৪। মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে মৌলবী আবদুল হামেদ বদায়ুনী আহমদীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করার মতলবে

একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলে পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়দে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাহা তৎক্ষনাৎ নাকচ করিয়া দেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি কলেমা তাইয়েবা পাঠ করে এবং নিজেকে মুসলমান বলিয়া দাবী করে সে মুসলমান। আহমদীরা উল্লিখিত সকল শর্তই পূরন করে, পালন করে। কাজেই, এই সব যাবতীয় মান ও মাপকাঠিতে তাহারা মুসলমান।

মুনীর কমিশনের অভিমত

৫। "আলেমদের প্রদত্ত নানা প্রকার সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শুধু ইহাই বলিবার আছে যে, এই মৌলিকতার প্রশ্নে কোনো দুইজন আলেমই একমত নহেন, প্রত্যেক আলেমের ন্যায় আমরাও যদি আমাদের সংজ্ঞা দান করিবার চেষ্টা করি এবং আমাদের সেই সংজ্ঞা যদি অন্যান্যদের প্রদত্ত সংজ্ঞা হইতে স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলে আমরাও সর্বসম্মতিক্রমে দায়রা-এ-ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইব। আর যদি, আমরা বিশেষ কোনো একজন আলেমের সংজ্ঞা গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমরা সেই আলেমের মতানুসারে মুসলমান থাকিলেও অন্য সকলের সংজ্ঞা মতে কাফির হইয়া যাইব।"

(মুনীর কমিশন রিপোর্ট—পৃঃ ২১৮)

আহমদীরা খাতামান নবীয়িন ও ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাসী

৬। আহমদীরা ইসলামের সঙ্গে নতুন কিছুই জুড়িয়া দেয় না, বা কোনো কিছু বাদও দেয় না। তাহারা ইসলামের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে ঈমান রাখে এবং তাহার উপর আমল করে। তাহারা বিশ্বাস করে যে, রসুলে পাক হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) খাতামান্নাবিয়ীন, এবং আহমদীয়াতে বয়াত গ্রহণ করার সময় প্রত্যেককেই এই কথা প্রকাশ্যে ঘোষণাও করিতে হয়। জামাতে-আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেন: "আমি আল্লার নামে কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমি কাফের নহি, আমি কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' এর প্রতি

ইমান রাখি এবং আয়াত 'ওয়ালাকিঁর রাসুলাল্লাহে ওয়া খাতামান নাবিয়ীন' মোতাবেক হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপরে পূর্ণ ইমান রাখি। আমি আল্লাহতায়ালার সকল পবিত্র গুণাবলীর উপরে ইমান রাখি এবং কোরআন করীমের প্রতিটি হরফের উপরে ইমান রাখি এবং মোহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক হাসেলকৃত সকল কামালিয়তের উপরে ইমান রাখি। আল্লাহকে হাজের নাজের জানিয়া আমি এই সকল কথার সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, খোদার কালাম বিরোধী কিংবা রসুলে পাক (সাঃ)-এর হাদিস বিরোধী কোনো কথা আমি বিশ্বাস করি না। এই কথাগুলির খেলাফে যে আমার সম্পর্কে চিন্তা করিবে সে তার নিজের পক্ষপাতদুষ্টতার শিকারে পরিনত হইবে। এই কথার পরেও যে ব্যক্তি আমাকে কাফের মনে করিবে এবং আমাকে কাফের বলা হইতে বিরত না হইবে, সে নিশ্চয় জানিয়া রাখুক যে, মওতের পরে তাহাকে সেজন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।"

(কেরামাতুস সাদেকীন : পৃঃ : ২৫)

সুতরাং, দুনিয়ার বুকে এমন কেহই থাকিতে পারে না, যে ইসলামের ভিত্তিতে তাঁহাকে কিংবা তাঁহার অনুসারীদেরকে কাফের বলিতে পারে। কাহারও পক্ষে অনুরূপ চেষ্টা করার অর্থই হইবে ইসলামের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা। যে রসুলে পাক (সাঃ) এবং আল্লার দৃষ্টিতে আহমদীরা মুসলমান, তাঁহাদের প্রতিও চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করা। এমন একটি ভয়ংকর পথে চলা হইতে আল্লাহতায়ালা আমাদের সকল ভাইকে রক্ষা করুন।

মতানৈক্য ফায়সালার অধিকার আল্লাহর

৭। হযরত আদম (আঃ)-এর যামানা হইতেই ধর্মমতের ক্ষেত্রে মতানৈক্য চলিয়া আসিতেছে। এই জাতীয় মতানৈক্যের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির উদ্দেশ্যে খোদাতায়ালার নির্দেশ

হইতেছে, "কেয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা তাহাদের মধ্যে ফায়সালা করিবেন যাহাতে তাহারা মতানৈক্য করিয়াছে" (২ : ১১৪)। সুতরাং, এই ক্ষেত্রে কোন আলেম, কোন সংসদ, কোন বোর্ড, মানবীয় কোন আদালত বা ট্রাইবুনালের রায় দান করিবার কোন অধিকার নাই।

৮। কুফর ও ইমানের ফায়সালা করার একক এখতিয়ার শুধু মাত্র আল্লার, যিনি মুমিনের পুরস্কারের জন্য বেহেশত এবং কাফেরের শাস্তির জন্য দোযখ নিজ হস্তে ধারণ করিয়া আছেন। যে কাহাকেও বেহেশত কিংবা দোজখের পুরস্কার দিতে পারে না, সে কাহাকেও মোমিন কিংবা কাফের আখ্যাও দিতে পারে না। যদি কোনো ব্যক্তি তাহা করিবার প্রয়াস পায় তবে সে প্রকারান্তরে বিচার-দিবসের মালিকের সিংহাসন দখল করারই প্রয়াস পায় এবং নিকৃষ্টতম কুফর করিয়া বসে।

কাফির ও মুমিন বলার একমাত্র এখতিয়ার আল্লাহ্ তায়ালার

৯। ধর্মীয় স্বাধীনতাকে ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছে, "ধর্মের মধ্যে জবরদস্তি নাই।" (২ : ২৫৭)। এক্ষণে আলেম সম্প্রদায়কে যদি অন্যান্য মানুষের প্রতি কুফরী ফতোয়া জারী করার অধিকার দান করা হয়, তাহা হইলে ধর্মের স্বাধীনতা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং ধরাধাম ঘোরতর অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া যাইবে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

১০। এতৎসত্ত্বেও, দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতি যামানাতেই লক্ষ্য করা গিয়াছে, ইহা যেন আলেম সম্প্রদায়ের একটা বাতিক যে, তাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক ওলি, দরবেশ, কামেল পুরুষ, ইমাম ও তাঁহাদের অনুসারীবৃন্দের প্রতি কুফরের ফতোয়া জারী না করিরা থাকিতে পারেন না; তাঁহারা যেন তাঁহাদেরকে লাঞ্ছিত-অপমানিত না করিয়া, কয়েদ-খানায় বন্দী না করিয়া এবং হত্যা না করিয়া স্বস্তি লাভ করেন না।

ফতোয়া-এ-কুফর জারী করা আলেমদের বাতিক

১১। হযরত ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) যাঁহার নামের পরিচয়ে সুন্নী মুসলমানরা নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাকেও এই দুর্ভাগ্য হইতে রেহাই দেওয়া হয় নাই।

হযরত আবূ হানিফা (রাঃ)-কেও কাফির বলা হইয়াছিল

তিনিও ফতোয়া-এ-কুফরের মহামারীর শিকারে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহাকেও জেলে যাইতে বাধ্য করা হইয়াছিল এবং বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছিল। সুতরাং, সুন্নী মুসলমানরা যেহেতু, ফতোয়া-এ-কুফরের দ্বারা আক্রান্ত, সেহেতু 'কাদিয়ানী মসয়ালা' ফায়সালা করার জন্য ইসলামের গদীতে বসিবার আইনসিদ্ধ-এখতিয়ার বা Locus Standi কোনো সুন্নী আলেমেরই নাই।

যাহার ফের্কার উপরে কুফুরী ফতোয়া আছে তিনি বিচারক হওয়ার অযোগ্য

১২। এই মসয়ালার ফায়সালার জন্য যদি একান্তই কোনো কমিটি গঠন করিতে হয়, তাহা হইলে এই কমিটির জন্য ঐ সকল ফেরকা হইতে আলেম মনোনীত করিতে হইবে যাহাদের উপরে কুফরের ফতোয়া জারী করা হয় নাই। নীতিগত ভাবে, যে ব্যক্তির স্বীয় ফেরকার মাথায় ফতোয়া-এ-কুফরের বোঝা চাপানো রহিয়াছে, তাঁহার পক্ষে অপর আর একজনকে কাফের বানাইবার বিচারে বসিবার যোগ্যতা থাকিতে পারে না।

সুন্নীরা বাদী, অতএব বিচারক হইতে পারে না

১৩। আলোচ্য ব্যাপারে বাদী পক্ষ সুন্নী মুসলমান; সুতরাং, আইনতঃ তাহারা আহমদীদেরকে কাফের বানাইবার উদ্দেশ্যে বিচারক বনিতে পারেন না।

আহমদীরাই একক সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল

১৪। মুসলমানদের মধ্যে শত শত ফেরকা ও উপ-ফেরকা রহিয়াছে। প্রতিটি ফেরকা বা উপ-ফেরকার মাথার উপরে কুফরের ফতোয়া ঝুলিতেছে। অতএব, প্রত্যেকেই একে অপর হইতে আলাদা এবং আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকেই এক একটি অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু দল। ফলতঃ, আহমদীরাই ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পরিমণ্ডলে একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল। যেহেতু, 'মুসলিম'-এর সংজ্ঞা নির্ধারণে কোনো দুইটি ফেরকা বা উপ-ফেরকা একমত নহে, সেহেতু তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বনিবার মতলবে কোয়ালিশন গঠন করিয়া আহমদীদের বিরুদ্ধে কুফরের ফতোয়া জারী করিতে পারে না।

নিরপেক্ষ বিচারকদের কমিটি

১৫। বিষয়টির মীমাংসার জন্য যদি একান্তই কোনো কমিটি গঠন করিতে হয়—এবং যেহেতু কুফরের ছাপ হইতে মুক্ত কোনো আলেম নাই এবং পাওয়া যাইবে না, সেহেতু এই উদ্দেশ্যে খ্যাতনামা নিরপেক্ষ বিচারকদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করাই সমীচীন; এবং এই কমিটির সামনে সুন্নী ও আহমদী এই উভয় পক্ষকেই তাদের স্ব স্ব বক্তব্য পেশের সুযোগ দান করাই বাঞ্ছনীয়। এই কমিটির কাজ হইবে শুধু উভয় পক্ষের মতানৈক্যের বিষয় সমূহ লিপিবদ্ধ করা এবং তাহা সাধারন্যে প্রকাশ করিয়া দেওয়া, যাহাতে জনসাধারণ সেখান হইতে নিজ নিজ মর্জি মোতাবেক হেদায়েত গ্রহণ কিংবা বর্জন করিতে পারে; কেননা, আল্লাহ-তায়ালা বলিয়াছেন, "এবং ঘোষণা কর সত্যকে তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে, অতঃপর যাহার খুশী বিশ্বাস করুক, যাহার খুশী অবিশ্বাস করুক" (১৮ : ৩০)। এবং এইভাবে, সকলের জন্যই ধর্মের স্বাধীনতার দরজা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। কমিটি কোনো রায় বা ফায়সালা দান করিতে পারিবেন না; উহার একক যোগ্যতা এবং এখতিয়ার শুধুমাত্র আল্লাহতায়ালার।

উলেমা বোর্ড-এর মতামত গ্রহণ অবান্তর
আলেমরা নিজেরাই জানেন না—কে মুসলমান

১৬। ফতোয়া-এ-কুফরের দাবীটিকে ইসলামী আদর্শের উপদেষ্টা বোর্ড-এর কাছে পেশ করার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কেননা 'মুসলমান কে' এ ব্যাপারে আলেমদের কানো অভ্রান্ত এবং সর্ব সম্মত ধারণা নাই। 'মুসলমান কে' এই কথাটি যাহারা নিজেরাই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না, অপর আর একজনকে কাফের বলিবার কোনোই অধিকার তাহাদের নাই। 'মুসলমান কে' এই কথায় যাহাদের মধ্যে কোনো এজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নাই, তাহারা কি করিয়া আর একজনকে কাফের আখ্যা দিবার সর্বসম্মত রায় দান করিতে সক্ষম?

আখেরী জামানায় মসীহ নবীউল্লার আগমণের ব্যাপারে সুন্নী ও আহমদীরা একমত। সুতরাং এই ইস্যু উত্থাপন অযৌক্তিক।

১৭। মুসলিম শরীফের হাদিস অনুযায়ী সুন্নী মুসলমানরা আখেরী যামানায় আগমনকারী মসীহ্ নামক একজন নবীউল্লার প্রতীক্ষায় দিন কাটাইতেছেন; আহমদীরা বিশ্বাস করে যে, প্রতিশ্রুত সেই নবীউল্লার আগমন হইয়াছে এবং সেই নবীউল্লাকে তাহারা গ্রহণও করিয়াছে। পক্ষান্তরে, প্রতিদ্বন্দ্বী সুন্নীরা তাঁহাকে এখনও গ্রহণ করেন নাই এবং বলিয়া থাকেন যে, এখনও তাঁহার আগমন হয় নাই। কিন্তু, আখেরী জামানায় আগমনকারী মসীহার আবির্ভাব এবং নবুয়ত, এবং তাঁহাকে মানিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আহমদীদের সঙ্গে সুন্নীরাও একমত। সুতরাং প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-কে নবী হিসাবে বিশ্বাস করার জন্য আহমদীদেরকে যদি কাফের বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়, তবে, সুন্নীরাও সেই পরিণতি হইতে রেহাই পাইতে পারেন না। কেননা, সুন্নী মুসলমানরাও একজন মসীহকে, তিনি যেই হউন, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর এন্তেকালের পরে নবীউল্লাহ্ হিসাবেই গ্রহণ করিবার জন্য বসিয়া আছেন।

হাইকোর্টের রুলিং—আহমদীরা মুসলমান

১৮। পি, এল, ডি, ১৯৬৯ লাহোর—২৮৯

মোহাম্মদ গুল এবং করম এলাহী চৌহান এর-আদালতে আগা আবদুল করীম শোরেশ কাশ্মিরী ও অন্যান্য বাদী পক্ষ

বনাম— পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ

বিবাদীর রীট আবেদন নং ৯৩৭—১৯৬৮

ফায়সালার তারিখ ২২শে জুলাই, ১৯৬৮

লাহোর হাই কোর্টের রুলিং।

বাদীগণের বিজ্ঞ কৌঁসুলীর সাকুল্য সওয়াল-জওয়াবের মোদ্দা কথা হইতেছে যে, আহমদীরা ইসলামের কোনো ফেরকা নহে এবং বাদীগণের এই কথা বলিবার যে অধিকার তাহা সংবিধান কতৃক গ্যারান্টিকৃত। কিন্তু বিজ্ঞ কৌঁসুলী একটা সত্য এড়াইয়া

যান যে, পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে আহমদীরাও ইসলামের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত হইবার আকিদাকে প্রকাশ্যে দাবী করিবার এবং ঘোষণা করিবার পক্ষে সমান স্বাধীনতার গ্যারান্টিও সংবিধান কর্তৃক প্রাপ্ত। বাদীগণ যাহা নিজেদের বেলায় দাবী করেন, তাহাই তাহারা অন্যের বেলায় কি করিয়া অস্বীকার করেন, তাহা আমাদের বোধগম্যের বাহিরে। নিশ্চয়ই ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তো নহে! মূল প্রশ্ন হইতেছে যে, ইসলামের অন্যান্য ফেরকার সঙ্গে ধর্মীয় মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও আহমদীরাও যে, যে কোনো ব্যক্তি, যে নিজেকে মুসলিম বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহার মতই ইসলামের সত্য অনুসারী, আহমদীদের এই আকিদা প্রকাশে বাদীরা এবং তাহাদের সম-মনা অন্যেরা আইনতঃ কতখানি বাধা দিতে পারে? বিষয়টির শুধু এই দিকটার বিবেচনা আমাদেরকে করিতে হইতেছে, কেননা সওয়াল-জওয়াবের সময় বাদীগণের বিজ্ঞ কৌঁসুলী ১৯৫৩ সালের পাঞ্জাব গোলযোগের মুনীর তদন্ত রিপোর্টের হাওয়ালা দিয়া আহমদীদের সঙ্গে মুসলমানদের অন্যান্য ফেরকার আকিদা গত মত-পার্থক্য তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং আহমদী হইবার দাবীদার কিছু লোককে 'মুর্তাদ' করিবার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হত্যা করিবার কিছু ঘটনারও কথা পেশ করিয়াছেন। দুইটি রায়—একটি সাবেক পাঞ্জাবের নিম্ন আদালতের এবং অপরটি জিলা আদালতের, বাহাওয়ালপুর ষ্টেট যাহার অন্তর্গত ছিল যাহাতে বলা হইয়াছে যে আহমদীরা ইসলামের কোন ফেরকা নহে—রেকর্ডের মধ্যে রাখা হইয়াছে। আমরা অবাক হইতেছি যে, ঐগুলি কি করিয়া এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হইল। এই রায় গুলি তো নিম্ন আদালতের এবং এমনকি এগুলি এভিডেন্স এ্যাক্ট ১৮৭২, এর ১৩ ধারার আওতায়ও প্রাসঙ্গিক নহে। আহমদীদেরকে 'মুর্তাদ' আখ্যা দিবার এবং হত্যা করিবার ঘটনাগুলি সম্পর্কে আমরা শুধু ইহাই বলিতে চাই

যে, এগুলি ধর্মীয় নির্যাতনের দুঃখবহ দৃষ্টান্ত। মানবিক ব্যাপারে যদি সামান্যতম শালীনতাও অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে, তবে ইহার বিরুদ্ধে মানব-বিবেকের বিদ্রোহ ঘোষণা করা উচিত। এই ঘটনাগুলি যে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষার এবং নীতি-নির্দেশের কত ঘোর বিরোধী তাহা পবিত্র কোরআনের ২ : ২৫৬ আয়াত হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে ম্যাণ্ডেট বা নির্দেশ জ্ঞাপনের ভাষায় বিবেকের স্বাধীনতার গ্যারান্টি দান করা হইয়াছে। সেই আয়াতের তরজমা হইতেছে।

"ধর্মের মধ্যে কোনো জবরদস্তি নাই"

চিন্তা এবং বিবেকের স্বাধীনতাকে ইহা হইতে স্পষ্টতর ভাষায় গ্যারান্টি দেওয়া যায় না।"

মাদ্রাজ হাই কোর্টের রুলিং

মাদ্রাজ হাই কোর্ট ভল্যুম ৭১
ভারতীয় মোকদ্দমা : পৃষ্ঠা ৬৫

"যেমন, ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে তাহারা কলেমা, মোহাম্মদের (সাঃ) নবুয়ত এবং কোরআনের অথরিটি মানিয়া চলে ; এই গুলি নিঃসন্দেহে একজন মানুষের পক্ষে মুসলমান হইবার জন্য জরুরী, এবং এইগুলি আহমদীরা পালন করিয়া চলে। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, মোহাম্মদীয় আইন অনুসারে তাহারা মুসলমান।"

১৯। পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, কেহ নিজেকে মুসলমান বলিয়া দাবী করিলে সে যাবতীয় ষ্টাণ্ডার্ড মোতাবেক মুসলমান থাকিবে এবং অপর কেহই তাহাকে কাফের বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারিবে না। সরকারের সর্বাপেক্ষা বড় করণীয় হইতেছে—কোরআন শরীফ, হাদীস-এ-নববী (সাঃ আঃ) হযরত ইমাম আবু হানিফা, কায়েদে আযম, হাই কোর্টের রায় এবং মুনির

কমিশনের মতানুসারে জাতীয় পরিষদে 'মুসলমানের' সংজ্ঞা ঘোষণা করা—এবং এই 'ফতোয়ার' দাবীকে চিরতরে সমাধিস্থ করিয়া দেওয়া। ইহা করিতে পারিলে জনাবে-আলীর দ্বারা তাঁহার নিজের দেশের জন্য এবং কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামের জন্য একটি মহান খেদমত সাধিত হইবে।

ফতোয়া-এ-কুফরের দাবীকে চিরতরে সমাধিস্থ করুন

আমি, জনাবে-আলী সমীপে আবারও সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, আপনার দেশে আহমদীদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন চিরতরে বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক, এবং আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রধান, তাঁহার পরিবার এবং জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (আঃ)-এর পরিবার ও জামাতের অন্যান্য সকল সদস্যবৃন্দের পূর্ণ হেফাজত ও নিরাপত্তার সুবন্দোবস্ত করা হউক। আল্লাহতায়ালা আপনাকে ইহা করিবার তৌফিক দান করুন। আপনার মঙ্গল কামনা করি। খোদা হাফেজ—

আপনার ইস্‌লামী ভাই

মোহাম্মাদ

আমীর,

ঢাকা

২৭শে জুন,৭৪ ইং। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

বঙ্গানুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

মেমোর্যাণ্ডাম সম্পর্কে

সাপ্তাহিক 'বদর' (কাদিয়ান, ভারত)-এর

সম্পাদকীয়—

"ইহারা সেই মুসলমান
যাহাদিগকে দেখিয়া ইহুদিগণও লজ্জা পায়।" —আল্লামা ইকবাল

অত্র সংখ্যায় প্রকাশিত ফটো সমূহ সেই ম্যমো-রেণ্ডামের অন্তর্ভূক্ত ছিল, যাহা পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর সমীপে তাঁহার সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফর কালে (২৭শে জুন হইতে ২৯শে জুন) বাংলাদেশ জামাতে আহ্‌মদীয়ার তরফ হইতে পেশ করা হইয়াছিল। এই ফটো গুলি সেই সকল বর্বরোচিত জুলুম-অত্যাচারের অখণ্ডনীয় প্রমাণ বহন করে, যাহা বিগত দিন গুলিতে তথাকথিত ইসলামের দাবীদার-গণ পাকিস্তানে বসবাসকারী আহ্‌মদী মুসলমান-গণের উপরে চালাইয়াছে এবং এখনও অমানুষিক সমাজিক বয়কট ইত্যাদির আকারে অব্যাহত রাখিয়াছে। উক্ত "গাজীগণের" অনৈসলামিক জোশ ও উত্তেজনার যেভাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে আহমদীগণকে নির্মম ভাবে হত্যা এবং লুণ্ঠন করার মধ্য দিয়া, তেমনিভাবে তাহা হইতেও তীব্রতর বহিঃপ্রকাশ আহ্‌মদীয়া মসজিদ সমূহকে ধ্বংস করা ও দগ্ধিভূত করা, বরং উহাদের মধ্যে রাখা কোরআন মজীদ সমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া পদদলিত ও পদাঘাত করার এবং অগ্নিদগ্ধ করার সহিতই শেষ হয় নাই, বরং আহমদীগণ কর্তৃক পরিচালিত জন সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ যেমন ক্লিনিক ইত্যাদি ধ্বংস ও ভস্মীভূত করা হইতেও ক্ষান্ত হয় নাই। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন! ইহাই ইসলামের দাবীদারদের এবং নিজেদেরকে 'আসল মুসলমান' বলিয়া আখ্যা-দানকারীগণের ইসলামিয়তের সাক্ষাৎ প্রমাণ। বলুন তো, তাহাদের ঐ সমস্ত ক্রিয়া-কাণ্ডের এবং স্বাভাব-চরিত্রের সহিত 'নবী-উর রহ্‌মত' হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত হওয়ার দাবীর কোন সম্পর্ক বা সামঞ্জস্য আছে কি?

উক্ত মেমোর্যাণ্ডামের প্রত্যেক পাঠকই উহার মধ্যে পেশকৃত বিষয়াবলীর সত্যতা ও স্পষ্টতা স্বীকার করিতে বাধ্য না হইয়া পারিবেন না। ইহার মধ্যে যেভাবে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ ও বাস্তব ঘটনাবলীর আলোকে "ইসলামী প্রজাতন্ত্র" পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর সমীপে তাঁহার নিজের দেশের অভ্যন্তরীন নকশা প্রাঞ্জল ভাষায় রূপায়িত করিয়া পেশ করা

হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক পক্ষেই অনুপম ও অতুলনীয় এবং তাহা পড়া মাত্রই উপলব্ধি করা যায়। ইহার মধ্যে নিজদিগকে মুসলমান আখ্যাদানকারীগণের চরিত্র ও ভূমিকা উহার আসল আকার-আকৃতিতে দেখানো হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার মোকাবেলায় সত্যকার মুসলমানের শান ও মর্যাদাও স্পষ্টাক্ষরে তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

এই মেমোর্যাণ্ডাম এই দিক দিয়াও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে যে উহার পেশ কারকগণ সল্পকাল পূর্বে সম্মানিত অথিতির দেশীয় ভ্রাতা হিসাবেও গণ্য ছিলেন। উল্লিখিত নৈকট্য ও ভূতপূর্ব দেশীয় সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তাঁহারা এই অধিকার রাখেন যে, খাঁটী খাঁটি কথা বিনা ব্যতিক্রমে তাঁহার মুখের উপরে বলিয়া দিতেন; যেমন নাকি তাঁহারা ঠিক সেই ভাবেই বলিয়াছেনও। তদুপরি, মেমোর্যাণ্ডাম প্রণেতা বুজুর্গ একজন সর্বজন স্বীকৃত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি, যিনি ইসলামিয়াতের উপরে বিশেষ বুৎপত্তির অধিকারী। তাঁহার পক্ষে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার দায়িত্ব সমূহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানো কোন সাধারণ বিষয় নহে বরং উহাতে এমনই মহান ও বাস্তব সত্য ও তথ্যাদি রহিয়াছে যাহা কখনও অস্বীকার করা যায় না। যতটুকু কর্ত্তব্য ছিল, ততটুকুই মহতরম 'বুজুর্গ মওসুফ' আমাদের জ্ঞান মতে সর্বোত্তম ভাবে সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তাঁহার সম্বোধিত ব্যক্তি উহাতে কি প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করেন, অথবা তাঁহার পেশকৃত বিষয় সমূহের উপর কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন কি না, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আমরা তো ইহা জানি যে, সংবাদ-দাতা সংবাদ পৌঁছাইয়া তাঁহার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, ইহার পর শ্রোতার উপর তাহার দায়িত্ব বর্ত্তায়; সে জানে এবং তাহার কাজ জানে। সত্য কথা ইহাই যে, 'বর রসুল' বলাগ ও বস'।

—'সংবাদ বাহকের উপরে পৌঁছাইয়া দেওয়া পর্যন্তই দায়িত্ব'।

(সাপ্তাহিক 'বদর' কাদিয়ান,
১৮ই জুলাই, ১৯৭৪ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরুব্বী

সংবাদ

মহতারম আমীর সাহেবের স্বাস্থ্য

গত সমবার ১৯শে আগষ্ট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মহতারম আমীর সাহেবের (সাল্লামাল্লাহুতায়ালা) প্রোষ্টেট গ্লাণ্ডের অপারেশন হইয়াছে। অপারেশন আল্লাহ তায়ালার ফজলে খুবই কামীয়াব হইয়াছে, এখন তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ উন্নতির দিকে (আলহামদুলিল্লাহ)। বন্ধুগণ! আমীর সাহেবের শীঘ্র আরোগ্য ও পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য খাস ভাবে দোয়া করিতে থাকিবেন।

জামাতের রিলিফ তৎপরতা

আহ্‌মদী জমাতের রিলিফ টিম ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া, এলাকায় বন্যা-দুর্গতদের মধ্যে প্রায় দশ দিন ত্রাণ কার্যের পর ঢাকা ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহারা ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া, নাটাই, ক্ষুদ্র-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তারুয়া, দুর্গারামপুর, শালগাও, ক্রোড়া, দেবগ্রাম, খড়মপুর, বিষ্ণুপুর, ঘাটুরা সরাইল, ছোট লাদিয়া (সিলেট) ও জামালপুর (সিলেট) আঞ্জুমান সমূহ পরিদর্শন করেন এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ও দুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ১,৪১৪ (এক হাজার চার শত চৌদ্দ) জনকে কাপড়, চিড়া, ডাইল, বার্লী, মোমবাতি, ম্যাচ, বিস্কুট, গুড়, লবণ, ঔষধ, ইনজেকশন, ফিটকিরী ও কিছু নগদ টাকা বিতরণ করেন।

"মুহাম্মদীয় নবুয়াত ব্যতিরেকে সমস্ত নবুয়াতের দুয়ার বন্ধ"

"আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহার পায়রবী (আনুগত্য) না করিতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পূণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হইত, তাহা হইলেও আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতাম না। কেননা এখন মুহাম্মদীয় নবুয়াত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুয়াতের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শরীয়ত লইয়া আর কোন নবী আসিতে পারেন না। অবশ্য, শরীয়ত ব্যতিরেকে নবী হইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ নবী শুধু তিনিই হইতে পারেন, যিনি প্রথমে রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতী (অনুবর্ত্তী) হয়েন।"

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) [তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়া পৃঃ ২৬]

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে!

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘণিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় লিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এ সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ)।"

(আইয়ামুস্ সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*